মাসুমের সকল বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি ---

গত ১১ নভেম্বর ২০২৩ মাসুমের গভর্নিং বডি মাসুম অফিসে সাংগঠনিক সমস্যা নিরসনের জন্য সভায় বসে। বিগত ২৬তম সাধারণ সভায় (২৪ সেপ্টেম্বর '২৩) সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, পরবর্তী ৫/১১ তারিখের গভর্ণিং বডির সভা ও সেই সভায় অফিসের কর্মচারীদের সম্মিলিত অভিযোগ পত্র এবং ১১ নভেম্বরের সভায় সাধারণ সম্পাদকের জবাব পেশ করা হয়। ৫/১১ তারিখের অভিযোগ পত্রে অভিযোগকারী হিসাবে কারো স্বাক্ষর না থাকায়, তারিখ না থাকায় এবং কাকে দেওয়া হচ্ছে তা না থাকায় প্রশ্ন ওঠে। এইসব অভিযোগ পালটা অভিযোগের ফলে মাসুমের কাজে সুস্থতা, স্বচ্ছতা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। সভার সভাপতি হিসাবে আমি বারংবার চেষ্টা করেছি এই পরিস্থিতি বন্ধ করতে ও সংগঠনকে কাজের জায়গায় ফেরাতে। কিন্তু আমার সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ঐদিন দীর্ঘ আলোচনার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে নিম্নলখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়-

১. আগামী ১৬/১১/ ২০২৩, বৃহস্পতিবার, মাসুম অফিস খোলা হবে এবং সকল কর্মচারী এবং সম্পাদক তাদের কাছে থাকা সংগঠনের সকল ফাইল, কাজ, অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দেবেন। ২. আজ থেকে আগামী কার্যকরী কমিটির সভা পর্যন্ত মাসুমের সকল বিষয়ে আমি (সহ সভাপতি, মাসুম) দায়িত্বে থাকব।

৩. ইতিমধ্যে কোচবিহার ও উ: ২৪ পরগণায় ফিল্ডের কাজ যথারীতি চলবে।

৪. অফিসের সকল কর্মচারীর আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে নভেম্বর মাসের পুরো বেতন দেওয়া হবে।

৫. মামলা, চিকিৎসা শিবিরগুলি বন্ধ করা যাবেনা। মাসুমের জরুরি কাজে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করার জন্য সম্পাদক কে দায়িত্ব দেওয়া হল।

৬.কার্যকরী কমিটির সদস্যরা ইতিমধ্যে সংগঠনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য তাঁদের তাঁদের বক্তব্য আলাদা ভাবে সভাপতি কে জানাবেন আগামী ৩০ দিনের মধ্যে। তার উপর বিচার করে পরবর্তী গভর্নিং বডির সভা ডাকা হবে।

আমি আশা করবো মাসুম অফিসের কাজের পরিবেশ ফিরে আসবে, মাসুম আবার স্বগতিতে চলতে পারবে।

ঐদিন গভর্নিং বডির সভা শেষে মাসুম অফিসে তালা লাগিয়ে দিয়ে আসা হয়েছে। চাবি আমার কাছে আছে। মাসুমের যেকোন প্রয়োজনে আমাকে লিখিত ভাবে জানাতে পারেন।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ ১৬ই নভেম্বর ২০২৩ অফিস খোলা হয়। একজন কর্মচারী বাদে সকল বন্ধুরা উপস্থিত থাকেন। সম্পাদকও উপস্থিত ছিলেন। ইতিপূর্বে সম্পাদকের কাছে থাকা টাকা পয়সা অর্থের সকল দায়িত্ব আমি বুঝে নিয়েছি। স্বীয় স্বীয় কাজের / অর্থের দায়িত্ব বোঝানোর সময় চেয়ার নিয়ে সকল কর্মচারীরা দলবদ্ধভাবে আমার কাছে এসে বসেন এবং আমার অথরিটি কে চ্যালেঞ্জ করেন। তাদের মূল যে আপত্তি আমার কাছে পেশ করা হয় তাহল, ১) পূর্বতন সভার ১১/১১ সিদ্ধান্ত তারা মানেন না।

২) আজকে কর্মচারীরা আমাকে কোন কাজ বোঝাতে অস্বীকার করে।

৩) মাসুমের সভাপতি এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের কাছে বিষয়টি নিয়ে যাওয়া হয়েছে তারা আমাদের বলেছেন, আজকে কাজ না বোঝাতে; তাই তারা কাজ বোঝাবেন না!

৪) শুভ্রাংশু ইউ এন ভি এফ ভি টি র থেকে মাসিক অর্থ পান, তাই সে ডিসেম্বর '২৩ পর্যন্ত মাসুমের কাজ ছাড়তে বাধ্য নন।

১০-১৫ মিনিটের উত্তপ্ত কথাবার্তার পরেই অসৌজন্যমূলকভাবে আলোচনা ছেড়ে তারা সদলে বেরিয়ে যান। এমনকি বেরিয়ে যাচ্ছি এই কথাটিও বলার তাঁরা প্রয়োজন বোধ করেননি। এরূপ আচরণ আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে এবং সংগঠনের স্বাভাবিক সৌজন্যবোধের কাছে কুরুচির পরিচয়বাহী বলে মনে হয়েছে।

আমার মনে হয় তাদের গোষ্ঠীবদ্ধভাবে শৃঙ্খলাহীন ও কর্মচারী সুলভ আচরণ সংগঠনের সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং মাসুমের নিজস্ব সংগঠনিক কাজ গ্রামে গঞ্জে এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষত আগামী দশই ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস পালন করা ক্ষেত্রে অন্তরায় হচ্ছে সংগঠনের এই বিশেষ অবস্থা আপনাদের বিবেচনার জন্য আমি রাখছি।

শুভেচ্ছা সহ

দিলীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়

সহ সভাপতি,

বাংলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ (মাসুম)

১৬ নভেম্বর ২০২৩

শ্রীরামপুর